মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছ ওটা

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি রয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার (২১ মার্চ) ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃতরা হলো, মেহেরপুর শহরের ফুলবাগান পাড়ার মাসুদ বিশ্বাসের ছেলে

মোঃ সামিউল আজীম রাজা (২৩), সদর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের মৃত জালাল শেখের ছেলে বাবলু হোসেন (৪৪), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ সেলিম মল্লিক (৩২) ও মোঃ স্বাধীন মল্লিক (মা মলা নং ১০(৩)২৫), শিবপুর গ্রামের দাউদ সরদারের ছেলে মোঃ মোরাদ হোসেন ওরফে লাল্টু (৪৪) মামলা নং ১১(৩)২৫ এবং গাংনী উপজেলার আযান গ্রামের ফজলু রহমানের ছেলে হৃদয় হোসেন (২৪) ও এলাঙ্গী গ্রামের জামাত আলীর ছেলে সবুজ আলী (২৮)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার (২১ মার্চ) দুপুরে আদালতে নেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে চার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে চার জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই চার জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মৃত হাফেজ মন্ডলের ছেলে মোঃ হাতেম আলী (৫০), ইসলামপাড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের ছেলে মোঃ মেহেরুল্লাহ (কাদা), বেড়পাড়ার আঃ রাজ্জাকের ছেলে মোঃ রাজিব হাসান (৩৮) ও টাঙ্গাইল দেলদুয়ারের সবদের দেওয়ানের ছেলে শহিদুল (৪৭)।

গ্রেফতাকৃতকে আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে দুই আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে দুইজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টার পর থেকে মেহেরপুরে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই দুইজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের মোঃ

আরজুল্লা মল্লিকের ছেলে মোঃ জুলফিকার মল্লিক (৫৫), (জিআর-৫৯/২৩) ও মহাজনপুর গ্রামের মোঃ মিনারুল মন্ডলের ছেলে মোঃ শাহিন রেজা (৩৩), (মামলা নং ৯(৩)২৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)।

এই মামলার ভিকটিম মোঃ মোরশেদ আলমের মেয়ে রুহি খন্দকারকে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছে। এবং গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোঃ সাঈদ হাসান নামের এক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (১৭ মার্চ) রাত ১২টার দিকে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার শিবপুর এলাকার বাসিন্দা এবং মোঃ ফজলুল হকের ছেলে। তার বিরুদ্ধে মামলা নং সিআর ১১৮৩/২৪ (মেহেরপুর) রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঝিনাইদহে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ও নগদ টাকা ফেরত পেলেন মালিকেরা

হারিয়ে যাওয়া ও চুরি-ছিনতাই হওয়া ৮৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দিয়েছে ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এসময় প্রতারণার মাধ্যমে খোয়া যাওয়া ৬৪ হাজার টাকাও প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

রবিবার (১৬ মার্চ) সকালে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া উপস্থিত থেকে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে সাইবার সেল জানিয়েছে, অভিযোগ ও জিডির ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করা হয় এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সহায়তায় খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

সাইবার অপরাধ দমনে ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন সেল প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানের ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শনিবার অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংগীয় ফোর্স নিয়ে উক্ত এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় ফেলে রাখা অবস্থায় ফেনসিডিলের বোতলগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও জানান, মাদকবিরোধী এই ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে এবং মুজিবনগর থানা পুলিশ মাদক নির্মূলে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশ ও বিজিবির অভিযানে গ্রেফতার ৭

জামায়াত নেতা হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি, আওয়ামী লীগের নেতাসহ বিভিন্ন মামলার পলাতক ৭ আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অপরদিকে, অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাওয়ার সময় হুসাইন নামের এক বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি।

গত ২৪ ঘণ্টায়, সোমবার থেকে মঙ্গলবার (১১ মার্চ) দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের চলমান বিশেষ অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

মেহেরপুর সদর থানার বারাদি পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হাজী আব্দুল জব্বার হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি ও মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাব্বারুল ইসলামের ঘরবাড়ি ভাঙচুর মামলার আসামি হিজুলী ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান বল্টুকে (৪৪) গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (১০ মার্চ) দিবাগত মধ্যরাতে হিজুলী গ্রামের মিনাপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এছাড়া, আদালতের পরোয়ানাভুক্ত অপর একজন আসামিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতা, আনন্দবাস গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো. শাহিন উদ্দিন (৪২), নারী ও শিশু মামলা নং ৭৬/২৪-এর আসামি দারিয়াপুর গ্রামের রাজা মিয়ার ছেলে মো. মনিরুল ইসলাম (৩৫), ভবেরপাড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের স্ত্রী মোছা. সুমি খাতুন (২৮), আনন্দবাস গ্রামের আরশাদ আলীর ছেলে মো. রিফাতুল ইসলাম (৪০), এবং গাংনী থানার আমতৈল গ্রামের মৃত হোসেন মোল্লার ছেলে মো. শরিফুল ইসলাম (৩০) (প্রসিকিউশন নং ৭/২৫, ধারা ২৯০ পেনাল কোড) গ্রেফতার হন।

জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত ওয়াহিদুজ্জামান বল্টু আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাকালীন সময়ে বিভিন্ন লুটপাট, দুর্নীতি ও খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, মেহেরপুর সদর উপজেলার নবীনগর খালপাড়া সীমান্তের ১১৬ নম্বর পিলারের কাছে দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার নাদাগাড়ি গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে হুসাইন (৪৫) কে আটক করেছে বিজিবি।

আজ মঙ্গলবার (১১ মার্চ) সকালে বুড়িপোতা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল তাকে আটক করে।

এ ঘটনায় বাংলাদেশ পাসপোর্ট অর্ডার ১৯৭৩-এর ১১(১)(সি) ধারায় সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (১১ মার্চ) আদালতে নেওয়া হলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন এলাকায় মুজিবনগর থানার এসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন মোল্লার ছেলে মোঃ খায়রুজ্জামান লাভলুকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিজ বাড়ি থেকে রকিবুল ইসলাম (২৫) নামে একজন পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের কাতলামারী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রকিবুল ইসলাম এলাকার সামসুল ইসলামের ছেলে। তিনি পুলিশের কনস্টেবল পদে ঝিনাইদহ পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন এবং ৫২তম পুলিশ কনস্টেবল ব্যাচের সদস্য।

মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোমিনুল ইসলাম জানান, পুলিশ সদস্য রকিবুল ইসলাম ছুটিতে বাড়িতে আসেন। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেস হন। পরে আবার রুমে প্রবেশ করে ভেতর থেকে আটকে দিয়ে

গলাই রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।
প্রাথমিকভাবে জানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে রকিবুলের স্ত্রী বাবার বাড়িতে রয়েছেন।

সেই সাথে আর্থিক ঋণের কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি এমন ঘটনা ঘটাতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণের কাজ করছে।

মহেশপুরে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে জামায়াত নেতা আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ১০ বছরের এক কন্যা শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মসলেম উদ্দিনকে গ্রামবাসী আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার কুসুমপুর স্বরুপপুর কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত মসলেম উদ্দিন ওই গ্রামের মৃত ইলাহি বক্সের ছেলে। তিনি স্বরুপপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানায়, মসলেম উদ্দিনের একটি মুদি দোকান রয়েছে। তিনি ওই শিশুর কাছে অল্পকিছু টাকা পেতেন। সেই টাকা চাওয়ার কথা বলে মাদরাসার একটি কক্ষে ওই শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরে আশপাশের এলাকার লোক ওই কক্ষে গিয়ে তাদের বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পায়।। পরে মসলেম উদ্দিনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

স্বরুপপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জুলফিকার আলী বিশ্বাস বলেন, ‘ওই এলাকার লোকজন মসলেমকে আটক করে। আমি ঘটনাটি জানার পর মহেশপুর থানার ওসিকে জানায়। পরে পুলিশ এসে মসলেমকে নিয়ে যায়।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘ওই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে

মসলেম উদ্দিন নামের এক জামায়াত নেতাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ভুক্তভোগির পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’